ليلة القدر
কদরের রাত

بنغالي
বাংলা

কদরের রাত

في قوله تعالى (ليلة القدر) فهذه إضافة تشريف ,
تدل على شرف ليلة القدر , وعظم هذه الليلة
المباركة .كما أن فيها دلالة على أن ليلة القدر ليلة
وليس من النهار و وهذا يدل على قصرها , وهذا يعطي
الإنسان دلالة على أهمية الاستعداد لتلك الليلة .
(تد برات فضيلة الشيخ عقيل الشمري – بتصرف)

সর্বশক্তিমানের বাণীতে (লায়লাতুল কদর) এটি সম্মানের একটি সংযোজন, যা নির্দেশিত রাতের সম্মান এবং এই বরকতময় রাতের মাহাত্ম্যকে প্রমান করে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এটি একটি রাত এবং এটি দিনের অংশ নয়।, এবং এটি এর সংক্ষিপ্ততা প্রমান করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে সেই রাতের জন্য প্রস্তুতির ও গুরুত্বের একটি ইঙ্গিত দেয়।
(বিশিষ্ট শেখ আকিল আল-শামারীর
গবেশনার প্রতিফলন

বাংলা

কদরের রাত

إن هذا النزول للقرآن الكريم في هذا الشهر العظيم -شهررمضان- فيه حكمةٌ عظيمة ومنَّةٌ سابغة وعطيَّةٌ جسيمة، وفيه - تعظيمٌ لهذا القرآن، وتعظيمٌ للنبي الكريم الذي نُزِّل عليه القرآن، وتعظيمٌ للشهر بل وللّيلة التي نزل فيها القرآن قال اللّه -تعالى-: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ❖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) [القدر: 2-3]؛ ففخَّم اللّه أمرها وأعلى شأنها؛ لأنها الليلة الكريمة المباركة التي أنزل اللّه -عز وجل- فيها وحيه الحكيم وذكره العظيم؛ القرآن الكريم.

এই মহান মাসে পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ। রমজান মাসে, এতে মহান প্রজ্ঞা উদার অনুগ্রহ এবং একটি মহান উপহার রয়েছে এবং এতে রয়েছে - এই কুরআনের মহিমা, এবং সেই মহান নবীর মহিমা যার কাছে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে, এবং সেই মাসের মহিমা এবং এমন কি যে রাতে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে সে রাতের মহিমা । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (এবং আপনি কি জানেন যে শবে কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাস আপেক্ষা উত্তম) [আল-কদর: 2-3]; আল্লহ তাকে সম্মানিত এবং উচ্চতর করেছেন। কারণ এটি সেই মহৎ ও বরকতময় রাত যেটিতে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ - তাঁর প্রজ্ঞাময় ওহী এবং তাঁর মহান স্মরণ প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কুরআন.

বাংলা

কদরের রাত

قال ابن الجوزي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ والله ما يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر!

علق العلامة السعدي على كلامه قائلاً : وصدق رحمه الله، فلو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها !

ইবনুল জাওযী বলেন: শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এবং আল্লাহ কসম বাড়াবাড়ি করেন না তিনি, না মাসে আর না যুগের ।

আল্লামাহ আল-সাদী তার কথায় মন্তব্য করেছেন, বলেছেন: এবং আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন তার কথা সত্য।

وَما أَدراكَ ما لَيلَةُ القَدرِ ۝ لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ ۝)

ليلة واحدة فاقت في الخيريَّة ألف شهر كاملًا، فالعبرة ليست بطول الأعمار، ولكن بالبركة وحُسن الأعمال.

আর কিসে তোমাকে সচেতন করে যে শবে কদর কি? শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।)

মাত্র একটি রাত পুরা এক হাজার মাস অতিক্রম করেছে, লম্বা আমলে নয় বরং বরকত ও সুন্দর্যে।

বাংলা

কদরের রাত

(تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوح فيها بِإِذنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمرٍ ۝)

يا له من ترغيب في الطاعة! فإنَّ الإنسان ينشط بالطاعات عند حضور الأكابر من العلماء والزهاد، فما بالك بالملأ العلوي وعلى رأسهم أمينُ الوحي عليه السلام؟

(ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিব্রাইল) অবতরণ করে, যাতে তাদের পালনকর্তার অনুমতি, সমস্ত আদেশ সহ)

তার জন্য,যার মানার প্রলোভন বেশি ; একজন ব্যক্তি আনুগত্যের সাথে সক্রিয় হয় যখন মহান আলেম এবং তপস্বীরা উপস্থিত থাকে, তাহলে ওহীর সচিবের নেতৃত্বে উচ্চতর সমাবেশের কী হবে।?

বাংলা

كدرالقدر

কদরের রাত

(سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطلَعِ الفَجرِ)

ليلة القدر هي ليلة السلام والأمان، لكثرة السَّلامة فيها من العقاب والعذاب، كفاءَ ما يقوم به العباد من طاعات، وجزاء ما يفعلون من قُربات.

(ভোর না হওয়া পর্যন্ত শান্তি)
লায়লাতুল কদর হল শান্তি ও নিরাপত্তার রাত, এতে শাস্তি ও আযাব থেকে নিরাপত্তার উদারতা, ও বান্দারা আনুগত্যের জন্য যা করে তার যথেষ্টতা এবং নৈকট্যের জন্য তারা যা করে তার পুরস্কার অর্জন ।

বাংলা

بينما نحن نستقبل التبريكات،
ونتبادل التهنئات،
ونتواصى باستثمار كل لحظة من لحظات الشهر..
إذا بالشهر قد تصرمت لياليه وانقضت أيامُه..
يا لله! أحقا قد انقضى قرابةُ ثلثي الشهر؟
أحقا ما بقي من الشهر هو أقل مما مضى؟!
أما بالنظر إلى أيام الشهر في التقويم فنعم، ما بقي أقل مما مضى..
وأما بالنظر في حقائق الشرع، وكراماتِ الكريم، فلا وألف لا!
لئن مضى من الشهر عشرون ليلة بأيامها، فإن ما بقي منه هو أكثرُ من ألف شهر..
(إِنَّا أَنزَلنَـهُ فى ليلة القَدر (1) وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدرِ (2) لَيلَةُ الْقَدْرِ خَيْر مِنْ أَلف شَهر(3)

কদরের রাত

যখন আমরা আশীর্বাদ, অভিনন্দন বিনিময় করি এবং মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আমল করার পরামর্শ দিই।
মাসে তার রাত্রি পেরিয়ে দিন কেটে গেছে।
ওহ আল্লাহ ! সত্যিই কি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মাস কেটে গেছে?
এটা কি সত্যিই বাকি মাসের তুলনায় কম?
ক্যালেন্ডারে মাসের দিনগুলি দেখায় কম , হ্যাঁ, যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আগে যা ছিল তার চেয়ে কম।
এবং আইনের বাস্তবতায় যা আছে তা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।
মাস থেকে বিশটি রাত ও দিন চলে গেলে হাজার মাসেরও বেশি অবশিষ্ট থাকে।
(প্রকৃতপক্ষে, আমরা এটি পূর্বনির্ধারিত রাতে নাযিল করেছি 51, এবং আপনি কি জানেন যে পূর্বনির্ধারিত রাত কি?

বাংলা

কদরের রাত

ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟

هي الليلة التي وصفها الله بالليلة المباركة، لكثرة ما فيها من البركة والخير (إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ)..

هي الليلة التي أضاء فيها العالم بإنزال القرآن (هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ)..

هي الليلة التي يحصل فيها التقدير السنوي، فيقدر الله فيها مقادير العام (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)

هي الليلة التي يكون فيها الملائكة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الملائكةَ تلْكَ الليلةَ في الأرْض أكثَرُ من عدَد الحَصَى)،

مصداقا لقول الله تعالى: (تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)..

ولذلك كانت تلك الليلة (خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، يعني أن أجر من تعبد الله في ساعاتها القليلة المعدودة، فإنه ينال أكثر من أجر ...

মহিমান্বিত রাত, আর মহিমান্বিত রাতের কথা কি জানেন
এই রাতটিকে আল্লাহ বরকতময় রাত বলে বর্ণনা করেছেন, এতে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ রয়েছে।
এটি সেই রাত্রি যেখানে বিশ্ব কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছিল (মানবজাতির জন্য একটি দিকনির্দেশনা এবং পথনির্দেশ ও পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন)।
এটি সেই রাত যেখানে বার্ষিক তাকদির আলাদা হয়, তাই আল্লাহ বছরের পরিমাণ নির্ধারণ করেন (যাতে প্রতিটি জ্ঞানী বিষয় আলাদা করা হয়)

এটি সেই রাত যেটিতে ফেরেশতাদের বর্ণনা করা হয়েছে যেমনটি আল্লাহর রসূল বলেছেন (প্রকৃতপক্ষে, সেই রাতে ফেরেশতারা পৃথিবীতে ছোট ছোটপাথর সংখ্যার চেয়েও বেশি আগমন করে).
আল্লাহর কথাটি সত্য। : (ফেরেশতারা এবং রূহ সেখানে অবতরণ করে, তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে, ।

অতএব, সেই রাতটি ছিল (হাজার মাস থেকে উত্তম,যারা সেই রাতে আল্লাহর ইবাদত করে সামান্য কিছু তাদের পুরস্কার অনেক, কারণ তিনি একটি পুরস্কারের চেয়েও বেশি পাবেন..মুহূর্ত

বাংলা

কদরের রাত

وأما السر في إخفاء هذه الليلة : فقد أخفى الله سبحانه علْمَها على العباد؛ رحمةً بهم؛ لِيَكثر عملهم في طلبِها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذّكر والدعاء، فيزدادوا قُربةً من الله وثوابًا، وأخفاها اختبارًا لهم أيضًا؛ ليتبيَّن بذلك من كان جادًّا في طلبها، حريصًا عليها، ممن كان كسلانَ متهاونًا، ولا شكَّ أن هذا ينطبق في هذه الأيام على بعض المصلّين؛ حيث يعتقد غالب الناس أنَّها ليلة السابع والعشرين، فتكتظّ المساجد بالمصلّين بينما تكاد تخلو المساجد في بقية الأيام.

এই রাতের গোপন রহস্যের জন্য: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে এর জ্ঞান গোপন করেছেন। তাদের প্রতি করুণা; যাতে প্রার্থনা, স্মরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে সেই পুণ্যময় রাতে তাদের কাজ, তার অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায়, যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে এবং পুরস্কৃত হতে পারে এবং তিনি এটি তাদের জন্য পরীক্ষা হিসাবেও গোপন করেছিলেন। এটা পরিষ্কার করার জন্য যে কে তার অনুগ্রহের প্রতি আন্তরিক ছিল, এর প্রতি আগ্রহী ছিল এবং কে অলস ও অবহেলিত ছিল, এবং কোন সন্দেহ নেই যে আজকাল এটি কিছু উপাসকদের জন্য প্রযোজ্য; যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে এটি সাতাশ তারিখের রাত, তাই মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের ভিড় থাকে, বাকি দিনগুলোতে মসজিদগুলো প্রায় ফাঁকা থাকে।

বাংলা

কদরের রাত

(إنا أنزلناه في ليلة القدر)

النزول للقرآن الكريم في هذا الشهر العظيم -شهر رمضان- تعظيمٌ لهذا القرآن، وتعظيمٌ للنبي الكريم الذي نُزِّل عليه القرآن، وتعظيمٌ للشهر بل وللّيلة التي نزل فيها القرآن قال الله -تعالى-: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ❖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) [القدر:2-3]؛

أعلى الله تعالى شأنها؛ لأنها الليلة الكريمة المباركة التي أنزل الله -عز وجل- فيها وحيه الحكيم وذكره العظيم؛ القرآن الكريم .

(আমরা তা নাযিল করেছি শবে কদরের রাতে)

এই মহান মাসে - রমজান মাসে কোরানের অবতীর্ণ এই কুরআনের মহিমান্বিত করার জন্য, এবং মহানবীকে মহিমান্বিত করার জন্য যার কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং মাস এবং এমনকি রাতকে মহিমান্বিত করার জন্য। যা কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।) [আল-কদর: 2-3

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ ,এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মহৎ ও বরকতময় রাতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর প্রজ্ঞাময় ওহী এবং তাঁর মহান স্মরণ প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কুরআন .

বাংলা

কদরের রাত

لَمَّا عُلِمَ مِنَ السِّياقِ تعظيمُ لَيلةِ القَدْرِ
بعَظَمةِ ما أُنزِلَ فيها، وبالتَّعبيرِ عنها بهذا،
قال مؤكِّدًا لذلك التَّعظيم؛ حَثًّا على الاجتهادِ في إحيائها؛
لأنَّ للإنسانِ مِنَ الكَسَلِ والتَّداعي إلى البَطالةِ
ما يُزَهِّدُه في ذلك .
فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن قام لَيلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنْبِه)) رواه البخاري ومسلم .
أيضاً لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه فضائلَ لَيلةِ القَدْرِ، كانت النَّتيجةُ أنَّها متَّصِفةٌ بالسَّلامةِ التَّامَّةِ، كاتِّصافِ الجنَّةِ -الَّتي هي سَبَبُها- بها؛
فكان ذلك أدَلَّ على عظَمَتِها .
وهذا ما يبين لنا ارتباطها بمقصد السورة.
(موسوعة الدرر السنية)

যখন প্রেক্ষাপট থেকে জানা গেল যে, রজনীকে মহিমান্বিত করা হয় তাতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মাহাত্ম্য দ্বারা এবং এভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে তিনি সেই মহিমার ওপর জোর দিয়ে বলেন; এটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অধ্যবসায়ের আহ্বান; কারণ মানুষ অলসতা ও বর্ষণ থেকে বেকারত্বের দিকে, যা তাকে তা করতে অনিচ্ছুক করে তোলে।
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের এবাদাত করে । তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হবে)) আল-বুখারী এবং মুসলিম ।
এছাড়াও, যখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, লায়লাতুল কদরের ফজিলত উল্লেখ করেছেন, ফলাফল ছিল যে এটি সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন জান্নাত - যা এর কারণ - এটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে; এটাই ছিল তার মহত্ত্বের প্রমাণ।
এটিই আমাদের সূরার উদ্দেশ্যের সাথে এর সংযোগ ।
(দারুসসু ন্নাহ)

বাংলা

السر في إخفاء هذه الليلة : فقد أخفى الله سبحانه علْمَها على العباد؛ رحمةً بهم؛ لِيَكثر عملهم في طلبِها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذِّكر والدعاء، فيزدادوا قُربةً من الله وثوابًا، وأخفاها اختبارًا لهم أيضًا؛ ليتبيَّن بذلك من كان جادًّا في طلبها، حريصًا عليها، ممن كان كسلانَ متهاونًا، ولا شكَّ أن هذا ينطبق في هذه الأيام على بعض المصلِّين؛ حيث يعتقد غالب الناس أنَّها ليلة السابع والعشرين، فتكتظّ المساجد بالمصلِّين بينما تكاد تخلو المساجد في بقية الأيام.

এই রাত গোপন করার রহস্য: মহান আল্লাহ তার বান্দাদের কাছ থেকে এর জ্ঞান গোপন করেছেন। তাদের প্রতি করুণা; যাতে প্রার্থনা, স্মরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে সেই পুণ্যময় রাতে তাদের কাজ তার অনুরোধে বৃদ্ধি পায়, যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে এবং পুরস্কৃত হতে পারে এবং তিনি এটি তাদের জন্য পরীক্ষা হিসাবেও গোপন করেছিলেন। এটা পরিষ্কার করার জন্য যে কে তার অনুরোধের প্রতি আন্তরিক ছিল, এর প্রতি আগ্রহী ছিল এবং কে অলস ও অবহেলিত ছিল, এবং কোন সন্দেহ নেই যে আজকাল এটি কিছু উপাসকদের জন্য প্রযোজ্য; যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে এটি সাতাশ তারিখের রাত, তাই মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের ভিড় থাকে, বাকি দিনগুলোতে মসজিদগুলো প্রায় ফাঁকা থাকে।

বাংলা

কদরের রাত

عن أنس قال: " العمل في ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شهر" وألف شهر = 83 سنة وأربعة أشهر ❖ ومن الخطأ القول بأن العمل في ليلة القدر يعادل 83 سنة وأربعة أشهر بل العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر ❖

ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق..

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিনি বলেন: "লাইলাতুল কদরের কাজ, দান, সালাত ও যাকাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" আর এক হাজার মাস = 83 বছর চার মাস। বলা ভুল কদর 83 বছর চার মাসের সমান, বরং এতে কাজ করা 83 বছর চার মাসের কাজের চেয়ে উত্তম❖

শক্তির রাত হল বছরের শ্রেষ্ঠ রাত।

من فضائل ليلة القدر وخصائصها:

1- أنزل الله فيها القرآن

2- جعل العمل فيها خيرا من ألف شهر

3- ينزل في هذه الليلة جبريل ومعه الملائكة إلى الأرض يؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر

লাইলাতুল কদরের ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

-আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন১

২- এতে এবাদাত করা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম

৩ এই রাতে, জিব্রাইল ফেরেশতাদের সাথে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং ফজরের সময় পর্যন্ত মানুষের দোয়া নিশ্চিত করেন।

বাংলা

أصناف الناس مع ليلة القدر

فمنهم السابقون الذاكرون ، المتنافسون في الجود

ومنهم المقتصدون المقتصرون على الفرائض والقيام المعروف،

وأخسرهم صفقة الغافلون المشتغلون بالوسائط والتافه من البرامج

، والأظلم منهم المعرضون المكذبون المحرمون ..

লাইলাতুল কদরে বিভিন্ন ধরণের লোক
তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাক্তন
স্মরণকারী, উদারতার প্রতিযোগী
তাদের মধ্যে যারা মিতব্যয়ী, যারা
বাধ্যতামূলক কাজ এবং সৎকাজের মধ্যে
সীমাবদ্ধ।
আর তাদের কাছে হারান সংবাদমাধ্যমের
কর্মী ও অনুষ্ঠানের নগণ্য কারবার
আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকার হল
মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, মিথ্যাবাদী, হারাম।

বাংলা

عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة". رواه البخاري،

#قال ابن كثير: فتلاحى فلان وفلان فرفعت" فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كما جاء في الحديث : "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" رواه أحمد.

উবাদাহ বিন সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আল্লাহর রসূল, আমাদেরকে শবে কদরের (নির্দিষ্ঠ তারিখ)সম্পর্কে জানাতে বের হয়েছিলেন, তখন দু'জন মুসলিম ঝগড়া করছিল, তা দেখে তিনি বললেন আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের রাত সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছিলাম তখন অমুক-অমুক ব্যাক্তি তর্ক-বিতর্ক করছিল , তাই আমি তার নির্দিষ্ঠ তারিখ ভুলে যাই। হয়তোবা এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে । তোমরা নবম, সপ্তম এবং পঞ্চম রাতে তা তালাশ কর । . আল-বুখারী

#ইবনে কাছির বলেছেন: অমুক-অমুক- তর্ক-বিতর্ক, করায় তা উত্থাপন করা পদব ।" যা বলা হয়েছে তার প্রতি একটি আবেদন রয়েছে উপকারী এবং দরকারী জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যেমনটি হাদীসে এসেছে: "বান্দার পাপের কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।" আহমদ বর্ণনা করেছেন।

বাংলা

قال ابن كثير: ''وعسى أن يكون خيرًا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة، اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها، فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنها اقتضت الحكمة إيهامها، لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر.

#قال ابن الجوزي: ''والحكمة من إخفائها: أن يتحقق الاجتهاد الطالب، كما أخفيت ساعة الليل ،وساعة الجمعة .

ইবনে কাছির বলেছেন: "সম্ভবত এটি আপনার জন্য ভাল, অর্থাত এটি আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি, কারণ যদি এটি অস্পষ্ট হয় তবে এর অন্যেশন কারিরা এটির আশার সমস্ত রাতে এটি সন্ধান করার চেষ্টা করে, তাই এটি উপাসনার জন্য বেশি ভাল . বিপরীতে যদি তারা এর নির্দিষ্টতা জানত, উদ্দেশ্যগুলি কেবলমাত্র এর অবস্থানের মধ্যেই খুজত। এটির জন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল, যাতে এটির সন্ধানে সারা মাস ধরে উপাসনা করা যায় এবং শেষ দশদিনের পরিশ্রম আরও বেশি হবে।
ইবনে আল-জাওজি বলেছেন: এবং এটি লুকানোর হিকমত, এতে আমল কারির সাধনা অর্জিত হয়, যেমন রাতের প্রহর এবং শুক্রবারের দুয়া কবুলের সময় লুকানো ।

বাংলা

কদরের রাত

ما بقي من الشهر لهو من الله أعظمُ بركةً، وأكثرُ إحسانا، وأشدُّ تضعيفا وإكراما..

ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر!

هي الليلة التي وصفها الله بالليلة المباركة،

لكثرة ما فيها من البركة والخير

(إِنَّا أَنزَلنَـٰهُ فِى لَيلَة مُّبَـٰرَكَة)..

هي الليلة التي أضاء فيها العالم بإنزال القرآن

(هُدى لِّلنَّاسِ وَبينات مِّنَ الهدى وَالفرقَانِ)..

هي الليلة التي يحصل فيها التقدير السنوي،

فيقدر الله فيها مقادير العام (فِيهَا يُفرَق كلُ أَمر حَكِيم)

বাংলা

মাসের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত, সবচেয়ে পরোপকারী, সবচেয়ে নম্র ও সম্মানিত...

ভাগ্যের রাত, আর ভাগ্যের রাতের কথা কি জানেন!

এই রাতটিকে আল্লাহ বরকতময় রাত বলে বর্ণনা করেছেন, এতে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ রয়েছে।

এটি সেই রাত্রি যেখানে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছিল (মানবজাতির জন্য একটি দিকনির্দেশনা এবং পথনির্দেশ ও পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন)।

এটি সেই রাত যেখানে বার্ষিক অনুমান হয়, তাই আল্লাহ বছরের পরিমাণ নির্ধারণ করেন (যাতে প্রতিটি জ্ঞানী বিষয় আলাদা করা হয়)

বাংলা

কদরের রাত

(مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

#والمعنى أنها ذات قدر لنزول القران فيها , أو مايقع فيها من تنزل الملائكة , أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة , أو أن الذي يحييها يكون ذا قدر عظيم

(যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের সালাত আদায় করে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সয়াবের আশার রমজানের রোজা রাখে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।
বর্ণনাকারীঃ আবু হুরাইরাহ | বর্ণনাকারীঃ আল-বুখারী | সূত্রঃ সহীহ আল-বুখারী

#এবং অর্থ হল, এর মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বা এতে যা কিছু অবতরণকারী ফেরেশতাদের থেকে পতিত হয়, অথবা এতে যা বরকত, রহমত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হয় তার জন্য,

বাংলা

المحروم من حرم قيام تلك الليلة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا حضَرَ رمضانُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا الشهرَ قدْ حضَرَكُمْ ، وَفيه ليلَةٌ خَيْرٌ منْ أَلْفِ شهْرٍ ، مَنْ حُرِمَها فَقَدْ حُرِمَ الخيرَ كُلَّهُ ، ولَا يُحْرَمُ خيرَها إلَّا محرومٌ

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني

| المصدر : صحيح الجامع

نعوذ بالله من الحرمان . كرر الحرمان في جملة واحدة أربع مرات دلالة على أن المحروم الحقيق ي من لم يوفق لقيام ليلة القدر

আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে এসেছে, যখন রমজান এল,: এই মাসটি তোমাদের কাছে এসেছে এবং এতে রয়েছে। এমন একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

যেএমাসের কল্যান থেকে বঞ্চিত হল সে যেন সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত হল।

বর্ণনাকারী: আনাস বিন মালিক | বর্ণনাকারীঃ আল-আলবানী | সূত্রঃ সহীহ আল-জামেহ

আমরা বঞ্চনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই । তিনি এক বাক্যে বঞ্চনার কথা চারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন, ইঙ্গিত দিচ্ছেন প্রকৃত বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে শক্তির রাত পালনে সফল হয়নি।

বাংলা

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها ؟ قال : قولي : اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام

#اذكر حاجتك لربك ومولاك . فمن يغفر الذنوب إلا هو ؟
ومن يثيب على العمل الصالح إلا الكريم سبحانه ؟
ومن ييسر العسير . ويحقق المطلوب
ويجبر المكسور إلا صاحب الفضل والجود؟
فاغتنم هذه الفرصة فرب دعوة صادقة منك يكتب الله لك رضاه عنك إلى أن نلقاه .

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি লাইলাতুল কদর জানতে পারি , তাহলে আমি কোন দুয়া পড়ব, তিনি বললেন: বল: হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করতে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন

বর্ণনাকারী: আয়েশা, মুমিনদের মা | বর্ণনাকারী: ইবনে দাকীক আল-ঈদ | সূত্রঃ হাদিস সমূহের সাথে পরিচিতি

#মনে রেখো তোমার প্রভুর কাছে তোমার প্রয়োজন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে?
আর কে সৎকর্মের প্রতিদান দেয় পরম করুণাময় ছাড়া, তিনি পবিত্র?
আর কে কষ্টকে সহজ করে দেয়, কাঙ্খিত পূরণ করে এবং রোগে আরোগ্য দেয়, সে ছাড়া কার অনুগ্রহ ও উদারতা আছে
তাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, সম্ভবত আপনার কাছ থেকে একটি আন্তরিক প্রার্থনার জন্য আল্লাহ আপনার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিখে রাখবেন যতক্ষণ না আমরা তাঁর সাথে দেখা করি।

বাংলা

اجتهد في العبادة في هذه الأيام مالم تجتهد في غيرها ..
وعنْ عائشَةَ رَضيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّه ﷺ: (إذا دَخَل العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ) متفقٌ عَلَيهِ.

তিনি এই দিনগুলিতে ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন যদি না আপনি অন্যদের মধ্যে সংগ্রাম করেন .. এবং আয়েশা (রা) এর সূত্রে, . তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রামাযানের শেষ দশে পুছতেন এবাদাতে নিজে জাগতেন পরিবারকে জাগাতেন এবং এবং শক্ত প্রস্তুতি নিতেন

كم من شرف عظيم تميزت به هذه الليلة؟ شرف المنزَّل فيها ، وشرف الزمان، وشرف العبادة، وشرف المتنزّلين، وشرف ء بلا حدود، ومسك ذلك: سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .
فيا لطول حسرة المفرطين ويا أسفى على من تخلف عن ركب المشمرين.

এই রাতে আপনি কত মহান সম্মান চিহ্নিত করেছেন? এতে বসবাসের সম্মান, সময়ের সম্মান, উপাসনার সম্মান, যারা বসবাস করে তাদের সম্মান, সীমাহীন কিছুর সম্মান, এবং এটিকে ধরে রাখা: ভোর উদিত হওয়া পর্যন্ত শান্তি।
বাড়াবাড়ির হার্টব্রেক দিন, আর যারা পিছিয়ে পড়েছে তাদের জন্য কি আফসোস।

বাংলা

কদরের রাত

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ – دلت هذه الآية على فضل ليلة القدر، وفقه هذه الآية أن يبذل العبد لتحصيل فضل الليلة ما لا يبذله لألف شهر! ولكن من رحمة الله أن تحصل فضيلة عبادة ثمانين سنة بل أكثر، ببضع عشرة ساعة بل أقل!

#قال ابن الجوزي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ والله ما يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر!
علق العلامة السعدي على كلامه قائلاً : وصدق رحمه الله، فلو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها !

❖ শবে কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম – এই আয়াতটি শবে কদরের ফজিলত নির্দেশ করে এবং এই আয়াতের ভাব বান্দা রাতের ফজিলত আদায়ের জন্য ব্যয় করে যা সে হাজার মাস ব্যয় করে না। ; কিন্তু এটা আল্লাহর রহমত থেকে যে আশি বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ইবাদত করার পুণ্য কয়েক দশ ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে অর্জিত হতে পারে!

#ইবনে আল-জাওযী বলেছেন: শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, আর আল্লাহ দশটি চাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন না, আল্লাহ না এক মাস, না আল্লাহ না অনন্তকাল!
আল্লামাহ আল-সাদী তার কথায় মন্তব্য করেছেন, বলেছেন: এবং আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন সত্য।

বাংলা

(تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)
نزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة ،
ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء؛ كان ذلك دليلاً على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة كالمكان الذي فيه صور محرمة

(ফেরেশতারা এবং রূহ প্রতিটি বিষয়ে তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে সেখানে অবতরণ করেন)
পৃথিবীতে ফেরেশতাদের অবতরণ রহমত, কল্যাণ ও আশীর্বাদের চিহ্ন এবং এই কারণে যদি ফেরেশতারা কোন কিছুতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে; এটি প্রমাণ ছিল যে এই স্থানটি, যেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিল, এটি কল্যাণ ও আশীর্বাদ বর্জিত হতে পারে, যেমন সেই স্থান যেখানে নিষিদ্ধ চিত্র রয়েছে।

كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ القرآنَ سنويآ في رمضان على جبريل عليه السلام، فعن ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهما قالَ: (كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجْوَدَ الناسِ بالخيرِ، وأجوَدُ ما يكونُ في شهرِ رمضانَ، لأنَّ جبريلَ كانَ يَلْقاهُ في كُلِّ ليلَةٍ في شهرِ رمضانَ حتى يَنْسَلِخَ، يَعرِضُ عليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ القُرآنَ، فإذا لقِيَهُ جبريلُ كانَ أجوَدَ بالخيرِ منَ الرِّيحِ المُرسَلَةِ) رواه البخاري ومسلم.

আমাদের নবী, আল্লাহর দোয়া ও সালাম, প্রতি বছর রমজানে জিব্রাইল (আঃ)-কে কুরআন শুনাতেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন: (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার এবং রমজান মাসে সবচেয়ে উদার ছিলেন, কারণ জিব্রাইল (আ.) রমজান মাসের প্রতি রাতে তার সাথে দেখা করতেন যতক্ষণ না শেষ হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.). তাঁকে কোরান সুনাতেন এবং যখন জিব্রাইল তাঁর সাথে দেখা করেন, তখন তিনি প্রেরিত বাতাসের চেয়েও কল্যাণে বেশি উদার হন।" আল-বুখারী ও মুসলিম দ্বারা বর্ণিত।

#كان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان
ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن.
#قال ابن مسعود رضى الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون.

#সুফিয়ান আল-সাওরী ছিলেন: রমজান প্রবেশ করলে তিনি সমস্ত ইবাদত ত্যাগ করেন এবং কোরআন পাঠ গ্রহণ করেন।
ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃপ্রকিত কুরআন তিলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করে যখন মানুষ ঘুমাচ্ছে, দিনে যখন লোকেরা তাদের ইফতার করছে, কান্না দেখে যখন লোকেরা হাসছে, তার তাকওয়া যখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়, তার নীরবতা যখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়, তার শ্রদ্ধা যখন মানুষ অহংকার করে এবং তার দুঃখ দ্বারা যখন মানুষ খুশি হয়।

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر».
(رواه البخاري ومسلم)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة
تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» .(رواه البخاري)

ইবনে ওমর রা. হতে নবী সা বলেন রামাযানের শেষ সাতে লাইলা তুল কদর: ‘‘অনুসন্ধান কর।
। (আল-বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

ইবনে আব্বাস (রাঃ)হতে বর্নিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘‘রামাদানের শেষ দশদিন, লায়লাতুল কদর ২৫/২৭/২৯, এই তারিখে তালাশ কর।" (আল-বুখারি বর্ণনা করেছেন)

سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-:

■ السؤال: هل ليلة القدر تُرى؟

الجواب: قد تُرى ليلة القدر لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان – كما أمر النبي -ﷺ- أصحابه بذلك- طلبًا للأجر والثواب...".

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٥/ ٤٣٢)]

শাইখ ইবনে বাজ - তার প্রতি রহম করুন - জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

■ প্রশ্নঃ লাইলাতুল কদর কি দেখা যায়?

উত্তর: কদরের রাত দেখা যেতে পারে যাদেরকে আল্লাহ তাওফিক দান করেন , এর আলামত দেখে অনুমান করা যায় এবং সাহাবীগণ- এটিকে নিদর্শন দিয়ে অনুমান করতেন, কিন্তু দেখেন না। এটি তাদের জন্য এর অনুগ্রহ অর্জনকে বাধা দেয় না যারা এটি বিশ্বাস এবং হিসাবের সাথে সম্পাদন করেছে, তাই মুসলমানদের উচিত রমজানের শেষ দশ দিনে এটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা - যেমন নবী (সা.) তার সাহাবীদেরকে এটি করার আদেশ দিয়েছিলেন। - পুরস্কার এবং প্রতিদান চাই..."

[ফতুয়া শেখ ইবনে বাজের (15/432)]

বাংলা